



BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার



Lecture Contents

- ✓ ভাষা
- ✓ ব্যাকরণ
- ✓ বাংলা লিপি
- ✓ ধ্বনি ও বর্ণ

Content Discussion



শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

ভাষা ও বাংলা ভাষা

ভাষা

‘ভাষা’ সংস্কৃত ‘ভাষ’ ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘বলা’ বা ‘কওয়া’। ‘মনের ভাব প্রকাশের জন্য উচ্চারিত অর্থবহ শব্দসমষ্টি যা স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ কোনো জনসমাজে ব্যবহৃত হয় তাই ভাষা।’

ভাষাবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, পৃথিবীতে চার থেকে আট হাজার ভাষা আছে। তবে এদের মধ্যে আড়াই হাজারের মতো ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহৎ ভাষা। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় পঁচিশ কোটি লোকের ভাষা বাংলা।

বর্তমান বিশ্বে ভাষাভাষীর দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান ষষ্ঠ; যা পূর্বে ছিলো চতুর্থ।

বাংলা ভাষা

পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের জন্য বাংলা শব্দ ব্যবহার করে আমরা যে সব অর্থপূর্ণ ধ্বনি উচ্চারণ করি সাধারণভাবে তাকেই বলি ‘বাংলা ভাষা’। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষারও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে দুটি বিভাজন— লেখ্য এবং কথ্য।

সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য

সাধু ভাষা প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাধু ভাষা ছিল সাহিত্যিক ও কৃত্রিম ভাষা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বাংলা সাহিত্যে ‘চলিত ভাষা’র প্রচলন শুরু হতে থাকে। চলিত রীতির প্রতিষ্ঠায় যিনি সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হলেন প্রমথ চৌধুরী (সাহিত্যিক নাম বীরবল)। তাঁর সম্পাদিত ‘সবুজপত্র’ (১৯১৪) পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সাধু ভাষার বিপক্ষে এবং চলিত রীতির পক্ষে যে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন তাকে চলিত রীতির প্রবর্তকের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। চলিত রীতির প্রতিষ্ঠায় তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি হলো— ‘ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে উল্টোটি হলে মানুষের মুখে কালি লাগে’ তাঁর আরেকটি বিখ্যাত উক্তি, ‘শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা বলি, সেই ভাষায় লিখতে পারলে লেখা প্রাণ পায়।’ বাংলা ভাষার লিখিত রূপের দুটি রীতি বিদ্যমান— সাধু ও চলিত। আবার মৌখিক রূপের চলিত রূপ ছাড়াও আঞ্চলিক রূপ রয়েছে।

□ সাধুরীতি: এ রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর কাঠামো সাধারণত অপরিবর্তনীয়। এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট। এ রীতি গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের অধিকারী, নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী। এ রীতিতে তৎসম শব্দবহুলতা দেখা যায়। এ রীতি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের বিশেষ রীতি মেনে চলে।

- ❑ **চলিত রীতি:** চলিত রীতি পরিবর্তনশীল। এটি শিষ্ট ও ভদ্রজনের মুখের বুলি হতে কালের প্রবাহে অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে। এ রীতি কৃত্রিমতাবর্জিত। মানুষের মনের ভাব প্রকাশে এটি অপেক্ষাকৃত উপযোগী। এ রীতি নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনার জন্য উপযোগী। চলিত রীতিতে তদ্ভব শব্দবহুলতা দেখা যায়। সাধুরীতির ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে সংক্ষিপ্ত হয়।

বাংলা ভাষায় যতি চিহ্নের প্রবর্তন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
বাংলা ভাষায় প্রধানত ১২টি যতি চিহ্নের প্রচলন রয়েছে।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনির সমষ্টিকে বলে-
ক. বর্ণ
খ. শব্দ
গ. বাক্য
ঘ. ভাষা
- প্রত্যেক ভাষারই তিনটি মৌলিক অংশ হলো-
ক. ধ্বনি, শব্দ, বাক্য
খ. ধ্বনি, শব্দ, বর্ণ
গ. শব্দ, বাক্য, সমাস
ঘ. উপসর্গ, অনুসর্গ, শব্দ
- মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলে-
ক. বাক প্রত্যঙ্গ
খ. অঙ্গধ্বনি
গ. স্বরতন্ত্রী
ঘ. নাসিকাতন্ত্র
- নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক কোনটি?
ক. ভাষা
খ. শব্দ
গ. ধ্বনি
ঘ. বাক্য
- মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম কোনটি?
ক. চিত্র
খ. ভাষা
গ. ইঙ্গিত
ঘ. আচরণ

ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। এর বিশ্লেষণ বি + আ + কৃ + অন। যার অর্থ বিশেষরূপে বিশ্লেষণ। ব্যাকরণ ভাষার নানা প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এবং অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন, রীতিনীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করে থাকে। কোন ভাষায় অভ্যন্তরীণ নিয়মরীতিই সেই ভাষার ব্যাকরণ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলা ব্যাকরণের উৎপত্তির ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

বাংলা ব্যাকরণের রচনার ইতিহাস ২৫০ বছরেরও বেশি অর্থাৎ মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁও থেকে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. সুকুমার সেন পর্যন্ত। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচিত হয় ইউরোপীয়দের হাত ধরে।

বাংলা ব্যাকরণের প্রথম গ্রন্থ- ‘মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁও’র দ্বিভাষিক শব্দকোষ ও খতি ব্যাকরণ’ আঠারো শতকের চল্লিশের দশকে রচিত হয়। ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ভাওয়ালে পর্তুগিজ ভাষায় তিনি রচনা করেন “Vocabolario em idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes” নামে।

গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত; প্রথম অংশ ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্তসার এবং দ্বিতীয় অংশ বাংলা-পর্তুগিজ এবং পর্তুগিজ-বাংলা শব্দবিধান। এতে কেবল রূপতত্ত্ব এবং বাক্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই।

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলি থেকে প্রকাশিত হয় ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ, ‘A Grammar of the Bengali Language.’ এটি বাংলা ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণ গ্রন্থ। হ্যালহেডকে বাংলা ব্যাকরণ রচনার পথিকৃৎ বলা হয়।

বাংলা ভাষায় বাঙালির লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রামমোহন রায়ের ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’। স্কুল সোসাইটির অনুরোধে ১৮৩০ সালে তিনি এটি রচনা করেন যা ১৮৩৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

সব ভাষারই ব্যাকরণে প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

- ধ্বনিতত্ত্ব
- শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব
- বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম
- অর্থতত্ত্ব

এছাড়া অভিধানতত্ত্ব, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

- ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology):** এ অংশে ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ, ধ্বনির বিন্যাস, ধ্বনির পরিবর্তন, বর্ণ, সন্ধি বা ধ্বনি সংযোগ, ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান প্রভৃতি ধ্বনি-সম্বন্ধীয় ব্যাকরণের বিষয়গুলো আলোচিত হয়।
- শব্দ বা রূপতত্ত্ব (Morphology):** শব্দ, শব্দের প্রকার, শব্দ গঠন, শব্দরূপ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, পদের পরিচয়, উপসর্গ, প্রত্যয়, পদাশ্রিত নির্দেশক, দ্বিরুক্ত শব্দ, বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, ধাতু, কারক, সমাস, ক্রিয়া-প্রকরণ, ক্রিয়ার কাল, অনুজ্ঞা, ক্রিয়ার ভাব, অনুসর্গ ইত্যাদি বিষয় রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়ে থাকে।
- বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax):** বাক্য, বাক্যের অংশ, বাক্যের প্রকার, বাক্য বিশ্লেষণ, বাক্য পরিবর্তন, পদক্রম, পদ পরিবর্তন, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, বাক্য-সংযোজন, বাক্য বিয়োজন, যতিচ্ছেদ বা বিরামচিহ্ন প্রভৃতি বিষয় বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।
- অর্থতত্ত্ব (Semantics):** শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ। যেমন- মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ, পারিভাষিক শব্দ, সমোচ্চারিত শব্দ, সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, অনুবাদ, প্রবাদ-প্রবচন, ইত্যাদি অর্থতত্ত্বে আলোচিত হয়।
- ছন্দ-প্রকরণ:** এ তত্ত্বে ছন্দের প্রকার ও নিয়মসমূহ আলোচিত হয়।
- অলঙ্কার প্রকরণ:** এ তত্ত্বে অলঙ্কারের সংজ্ঞা ও প্রকার ইত্যাদি আলোচিত হয়।

এছাড়াও অভিধান-তত্ত্ব (Lexicography) ও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ‘ব্যাকরণ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?**
ক. বি+আ+√কৃ+অন
খ. ব্য+আ+কৃ+√অন
গ. বৃ+কৃ+অন
ঘ. ব্য+ক+রন
- ‘ব্যাকরণ’ শব্দের সঠিক অর্থ কী?**
ক. বিশেষভাবে বিশ্লেষণ
খ. বিশেষভাবে বিভাজন
গ. বিশেষভাবে সংযোজন
ঘ. বিশেষভাবে বিয়োজন
- ‘ব্যাকরণ মঞ্জুরী’ কার লেখা?**
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
খ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ঘ. ড. মুহম্মদ এনামুল হক

৪. বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয়-

- ক. বাক্যতত্ত্বে খ. রূপতত্ত্বে
গ. অর্থতত্ত্বে ঘ. ধ্বনিতত্ত্বে

৫. Philology শব্দের পরিভাষা কোনটি?

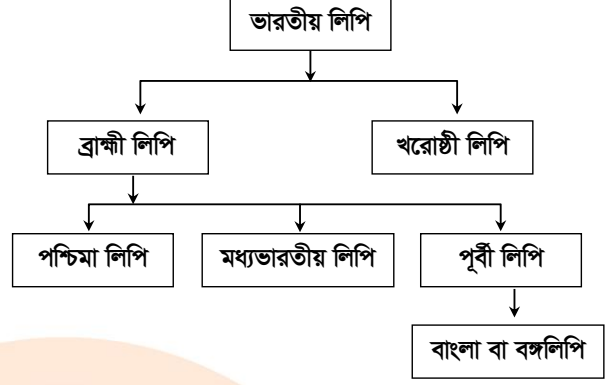
- ক. দর্শনবিদ্যা খ. ভাষাবিদ্যা
গ. মনোবিদ্যা ঘ. ধ্বনিবিদ্যা

বাংলা লিপি

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত চিত্রলিপিকে অবলম্বন করে ভারতীয় লিপিমালার উৎপত্তি ঘটেছে। এ লিপিমালাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত প্রধান দুটি রূপ হলো- ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী। উভয় লিপিতে প্রথমদিকে ডান থেকে বামদিকে লেখা হত। পাকিস্তানের শাহবাজগড় ও মনোসেহরার অনুশাসনে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার দেখা যায়। খরোষ্ঠী লিপি আরামায়িক লিপি থেকে উদ্ভূত।

পাল শাসনামলে বাংলায় বাংলা লিপির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং কালক্রমে তা একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে। সেন বংশের শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়। পরবর্তী দুইশত বছর ধরে অক্ষর গঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হলেও পনের শতকে এসে (পাঠান আমলে) তা মোটামুটি স্থায়ী রূপ লাভ করে।

১৭৭৮ সালে চার্লস উইলকিন্স ও এডুজ সাহেব হুগলিতে এবং ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ডেনমার্কের শাসনাধীন শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জেসি ম্যারশম্যানের সহায়তায় উইলিয়াম কেরি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। চার্লস উইলকিন্সকে বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয়। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী পঞ্চগনন কর্মকার বাংলা অক্ষর খোদাই করেন।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কোন শাসনামলে বাংলা লিপির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়?

- ক. পাল আমলে খ. সেন আমলে
গ. সুলতানি আমলে ঘ. কোনটি নয়

২. কোন শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ লাভ করে?

- ক. পাল আমলে খ. সেন আমলে
গ. সুলতানি আমলে ঘ. পাঠান আমলে

৩. বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয় কাকে?

- ক. পঞ্চগনন কর্মকার খ. চার্লস উইলকিন্স
গ. জে.সি ম্যারশম্যান ঘ. কোনটি নয়

ধ্বনি ও বর্ণ

ধ্বনি

- ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি বলে। ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি। ধ্বনি শব্দের একক।
- কোনো ভাষার বাক্য প্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো মৌলিক ধ্বনি পাই।
- মানুষের বাক্যপ্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কণ্ঠনালি, মুখবিবর, জিহ্বা, আলজিভ, কোমলতালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, ফুসফুস, নাক, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে 'ধ্বনি' বলে।
- বাংলা ভাষায় ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি সংখ্যা ৪১টি।

বর্ণ

- ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা বর্ণ। বর্ণের সাহায্যে মুখ নিঃসৃত ধ্বনিকে লিখে প্রকাশ করা হয়।
- শব্দের গঠনগত একক বর্ণ।
- একটি ধ্বনিতে একটি প্রতীক বা বর্ণ থাকে।
- 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাঁধা শব্দই ভাষার ইট।' - এখানে ইট হচ্ছে বর্ণ।

অক্ষর

- এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির নাম অক্ষর (Syllable)। কোনো শব্দে যখন যে ধ্বনিসমষ্টি এক সময়ে একত্রে উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বলে। অক্ষর শব্দের অংশ। যেমন: বন্ধন শব্দের বন্ + ধন্ - এ দুটো অক্ষর। কিন্তু ব্ - ন্ - ধ্ - ন্ - এগুলো অক্ষর নয়; এগুলো বর্ণ বা হরফ।
- অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে মাত্রা বলে।

বাংলা বর্ণমালা

- যে-কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সে ভাষার বর্ণমালা (alphabet) বলা হয়।
- বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশটি (৫০টি) বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগারোটি (১১টি) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশটি (৩৯টি)।
- আধুনিক বাংলা ভাষায় মোট ৪৫টি বর্ণের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়।

প্রকার	বর্ণ	বর্ণ	মোট
স্বরবর্ণ	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ঐ ও ঔ		১১টি
ব্যঞ্জনবর্ণ	ক-বর্ণ	ক খ গ ঘ ঙ	৫টি
	চ-বর্ণ	চ ছ জ ঝ ঞ	৫টি
	ট-বর্ণ	ট ঠ ড ঢ ণ	৫টি
	ত-বর্ণ	ত থ দ ধ ন	৫টি
	প-বর্ণ	প ফ ব ভ ম	৫টি
		য র ল	৩টি
		শ ষ স হ	৪টি
		য় ড ঢ ণ	৪টি
		ং ঃ	৩টি
সর্বমোট বর্ণ			৫০টি

ধ্বনির শুদ্ধ উচ্চারণ

ধ্বনি	উচ্চারণ	ধ্বনি	উচ্চারণ
অ	স্বরে-অ/স্বর-অ	ই	হ্রস্ব ই
আ	স্বরে-আ/স্বর-আ	ঈ	দীর্ঘ ঈ
ঋ	রি	ঐ	ওই
ঔ	ওউ	ঔ	উয়ো/উঅ
এঃ	ইয়ো/ইঅ	জ	বর্গীয় জ
ণ	মূর্ধন্য ণ	ন	দন্ত্য ন
য	অন্তঃস্থ য	শ	তালব্য শ
ষ	মূর্ধন্য ষ	স	দন্ত্য স
য়	অন্তঃস্থ অ	ড়	ড-য়ে বিন্দু র
ঢ়	ঢ-য়ে বিন্দু র	ৎ	থ--ত
ৎ	অনুস্বার	ঃ	বিসর্গ

বর্ণের মাত্রা

- বর্ণের ওপরের রেখাকে বর্ণের মাত্রা বলে।
- মাত্রার উপর ভিত্তি করে বাংলা বর্ণসমূহ তিনভাগে ভাগ করা যায়।

বর্ষ	মোট	বর্ষ	সংখ্যা
মাত্রাহীন	১০টি	স্বরবর্ণ	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)
		ব্যঞ্জনবর্ণ	৬টি (ঙ, ঞ, ণ, ত, থ, দ, ধ)
অর্ধমাত্রা	৮টি	স্বরবর্ণ	১টি (ঋ)
		ব্যঞ্জনবর্ণ	৭টি (খ, গ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ)
পূর্ণমাত্রা	৩২টি	স্বরবর্ণ	৬টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ)
		ব্যঞ্জনবর্ণ	২৬টি

ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষায় ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

যথা: ১ স্বরধ্বনি, ২. ব্যঞ্জনধ্বনি ।

মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি:

ই], [এ], [অ্যা], [আ], [অ], [ও], [উ] ।

মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি:

[প], [ফ], [ব], [ভ], [ত], [থ], [দ], [ধ], [ট], [ঠ], [ড], [ঢ], [চ], [ছ], [জ],
[ঝ], [ঞ], [ক], [খ], [গ], [ঘ], [ম], [ন], [ঙ], [স], [শ], [হ], [ল], [র], [ৱ], [ড়], [ঢ়] ।

স্বরধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তড়িত বাতাসে বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো বাধা পায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি (Vowel sound)। যেমন: অ, আ, ই, উ ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনি এগারোটি (১১টি)।

স্বরধ্বনির প্রকারভেদ:

- উচ্চারণকালে সময়ের স্বল্পতা ও দৈর্ঘ্য অনুসারে স্বরধ্বনিকে দুই ভাগ করা হয়। যথা:

১. হ্রস্ব স্বর: অ, ই, উ, ঋ (৪টি)
 ২. দীর্ঘ স্বর: আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ (৭টি)।
 - উচ্চারণের সময়ে মুখের ভিতরে জিহ্বার অবস্থান বিবেচনা করে স্বরধ্বনিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা: মৌলিক স্বরধ্বনি, যৌগিক স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি।
 - মৌলিক স্বরধ্বনি: যে স্বরধ্বনিকে বিশ্লেষণ করা যায় না তা-ই মৌলিক স্বরধ্বনি। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা: অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা এবং ও। ধ্বনিতত্ত্ববিদ মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা মূল স্বরধ্বনির তালিকায় নতুন 'অ্যা' ধ্বনি প্রতিষ্ঠা করেন।
 - যৌগিক স্বরধ্বনি: পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে বা একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হয়, এরূপে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলা হয়। অর্থাৎ একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বলে। বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনি মোট ২৫ টি।

- **অর্ধস্বরধ্বনি (Semi Vowel):** যেসব স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না, সেগুলোকে অর্ধস্বরধ্বনি বলে। অর্ধস্বরধ্বনি নিজে পূর্ণ অক্ষর গঠন করতে পারে না, কিন্তু অক্ষর গঠনে সহায়তা করে। অর্ধস্বরধ্বনি উচ্চারণ প্রক্রিয়ার দিক থেকে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যবর্তী বলা যায়। অর্থাৎ এগুলো উচ্চারণের সময় স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনির প্রকৃতি গ্রহণ করে থাকে। চার্লস ফার্স্টন ও মুনির চৌধুরী বাংলায় চারটি অর্ধস্বরধ্বনির উল্লেখ করেছেন। যথা: ই, এ (য়), ও এবং উ। বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি চারটি: [ই], [উ], [এ] এবং [ও]। স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে টেনে দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনিকে কোনোভাবেই দীর্ঘ করা যায় না। যেমন: ‘চাই’ শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [আ] এবং [ই]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [ই] হলো অর্ধস্বরধ্বনি। একইভাবে ‘লাউ’ শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [আ] এবং [উ]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [উ] হলো অর্ধস্বরধ্বনি। এছাড়া মই, যায়, যাও এবং চেউ শব্দে অর্ধস্বরধ্বনি রয়েছে।
- **অনুনাসিক স্বরধ্বনি:** মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় বায়ু শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এ সময়ে কোমলতালু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। কিন্তু ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে কোমলতালু খানিকটা নিচে নেমে গেলে কিছুটা বায়ু নাক দিয়েও বের হয়। এর ফলে ধ্বনিগুলো অনুনাসিক হয়ে যায়। স্বরধ্বনির এই অনুনাসিকতা বোঝাতে বাংলা স্বরবর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্দু (ँ) ব্যবহৃত হয়। অনুনাসিক স্বরধ্বনি: [ইঁ], [এঁ], [অ্যাঁ], [আঁ], [অঁ], [ওঁ], [উঁ]
- **নিলীন বা লীন বর্ণ:** নিলীন অর্থ বিলীন বা নিমগ্ন থাকা। ‘অ’ যখন কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত থাকে তখন তা ঐ ব্যঞ্জনের ভেতর বিলীন বা একাকার হয়ে যায়। ‘অ’ একটি লীন বর্ণ।
- **দ্বিস্বরধ্বনি:** পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে দ্বিস্বরধ্বনি হয়। যেমন: ‘লাউ’ শব্দের [আ] পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং [উ] অর্ধস্বরধ্বনি মিলে দ্বিস্বরধ্বনি [আউ] তৈরি হয়েছে। দ্বিস্বরধ্বনির কিছু উদাহরণ:

[আই]	তাই, নাই	[অএ]	নয়, হয়
[এই]	সেই, নেই	[ওউ]	মৌ, বউ
[আও]	যাও, দাও	[ওই]	কই, দই
[আএ]	খায়, যায়	[এউ]	কেউ, ঘেউ
[উই]	দুই, রুই		

- বাংলা বর্ণমালায় দুটি দ্বিস্বরধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ নির্ধারিত আছে, যথা: ঐ (ও + ই) এবং ঔ (ও + উ)। অন্য যৌগিক স্বরের চিহ্ন স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই। ঐ-এর মধ্যে দুটি ধ্বনি আছে, একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [ই]। একইভাবে ঔ-এর মধ্যে রয়েছে একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [উ]।
- উচ্চারণের সময়ে জিহ্বা কতটা উপরে ওঠে বা কতটা নিচে নামে সেই অনুযায়ী স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত: উচ্চ স্বরধ্বনি, উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি, নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি ও নিম্ন স্বরধ্বনি। উচ্চ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিহ্বা উপরে ওঠে; নিম্ন স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময়ে জিহ্বা নিচে নামে।
- জিহ্বার সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি তিন ভাগে বিভক্ত: সম্মুখ স্বরধ্বনি, মধ্য স্বরধ্বনি ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনি। সম্মুখ স্বরধ্বনির বেলায় জিহ্বা সমানের দিকে উঁচু বা নিচু হয়; পশ্চাৎ স্বরধ্বনির বেলায় জিহ্বা পিছনের দিকে উঁচু বা নিচু হয়।
- স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কতটুকু খোলা বা বন্ধ থাকে অর্থাৎ কী পরিমাণ উন্মুক্ত হয়, তার ভিত্তিতে স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত: সংবৃত, অর্ধ-সংবৃত, অর্ধ-বিবৃত ও বিবৃত।
- বিবৃত স্বরধ্বনি: যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখবিবর পুরোপুরি প্রসারিত হয় তাকে বিবৃত স্বরধ্বনি বলে। সংবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কম খোলে। বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট বেশি খোলে। বাংলায় আ-ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এটি নিম্ন বিবৃত স্বর। এ উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু-ই হতে পারে।

বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হলো:

জিহ্বার উচ্চতা	জিহ্বার অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ	
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ	অর্ধ-বিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলোকে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা যায়:

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম	স্বরবর্ণ
কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ	অ, আ
তালব্য বর্ণ	ই, ঈ
মূর্ধন্য বর্ণ	ঋ
ওষ্ঠ্য বর্ণ	উ, ঊ
কণ্ঠতালব্য বর্ণ	এ, ঐ
কণ্ঠোষ্ঠ্য বর্ণ	ও, ঔ

ব্যঞ্জনধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে, তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant sound)। অর্থাৎ যে সকল ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ:

- স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বা স্পর্শধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনি:** যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্যপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের সংস্পর্শে এসে বায়ুপথে বাধা তৈরি করে, সেগুলোকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বলে। এগুলো স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি নামেও পরিচিত। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে, ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বা স্পর্শব্যঞ্জন বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বলে। এই পঁচিশটি স্পর্শধ্বনিকে উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে পাঁচটি বর্ণ বা গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সব ধ্বনিকে বলা হয় ঐ বর্গীয় ধ্বনি। নবম-দশম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণে প্রতিটি বর্ণের শেষ বর্ণকে বাদ দিয়ে ২০টি বর্ণকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়েছে।
- উষ্ম ধ্বনি:** যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্যপ্রত্যঙ্গ কাছাকাছি এসে নিঃসৃত বায়ুতে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে, সেগুলোকে উষ্ম ব্যঞ্জন বলে। শ, ষ, স, হ-এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এগুলোকে বলা হয় উষ্ম ধ্বনি। এ বর্ণগুলোকে বলা হয় উষ্ম বর্ণ।
উষ্ম ধ্বনি পূর্বে ছিলো- ৪টি (শ, স, ষ, হ)
বর্তমানে ৩টি (শ, স, হ)
যেমন: শসা, হুংকার শব্দের স, শ, হ উষ্ম ধ্বনির উদাহরণ।
- শিষ ধ্বনি:** উষ্ম ধ্বনির মধ্যে স ও শ-কে আলাদাভাবে শিষ ধ্বনিও বলা হয়। কারণ স, শ উচ্চারণে শ্বাস অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায় এবং শিষের মতো আওয়াজ হয়।
- অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি:** বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্ণের পঞ্চম বর্ণের (৫টি: ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) ধ্বনি উচ্চারণের সময় নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবল নাক দিয়ে ফুসফুস-তড়িত বাতাস বের হয় বলে এদের বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি। এগুলোর প্রতীক বা বর্ণকে বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।
যেমন: মা, নতুন, হাঙর শব্দের ম, ন, ঙ, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।
- পরাশ্রয়ী ধ্বনি:** ঁ, ঃ, ং, -এ তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় পরাশ্রয়ী বর্ণ।
যেমন: রং, দুঃখ, চাঁদ শব্দের ঁ, ঃ, পরাশ্রয়ী ব্যঞ্জনধ্বনি।
- তাড়নজাত/তাড়িত ধ্বনি:** ড়, ঢ়। জিহ্বার উল্টো পিঠের দ্বারা দন্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয় বলে তাড়নজাত ধ্বনি বলে।
যেমন: বাড়ি, বড়ো, মুঢ়, গাঢ়, রাঢ় শব্দের ড়, ঢ় তাড়িত ব্যঞ্জনধ্বনি।
- পার্শ্বিক ধ্বনি:** ল। দু পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে।
যেমন: লাল, লতা, কলরব, ফল, ফসল শব্দের ল পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনি।
- কম্পনজাত/কম্পিত ধ্বনি:** র। জিহ্বাথেকে কম্পিত করা হয় বলে এ ধ্বনিকে কম্পনজাত ধ্বনি বলে (তরল ধ্বনি নামেও পরিচিত)।
যেমন: কর, ভার, হার, আরাম, বাজার শব্দের র কম্পিত ব্যঞ্জনধ্বনি।
- ঘর্ষণজাত ধ্বনি:** যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপ্টা হয়ে তালুতে ঘষে যায় তাকে ঘৃষ্ট বা ঘর্ষণজাত ধ্বনি বলে। চ, ছ, জ, ঝ-এই ৪টি ধ্বনি হলো ঘর্ষণজাত ধ্বনি।
- অন্তঃস্থ ধ্বনি:** য় ও ব্ এ দুটো বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান স্পর্শ ও উষ্মধ্বনির মাঝামাঝি। এজন্য এদের বলা হয় অন্তঃস্থ ধ্বনি।
- ঃ (বিসর্গ):** ঃ (বিসর্গ) হলো অঘোষ ‘হ’-এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। কোনো শব্দের মাঝে বিসর্গ (ঃ) থাকলে তার পরবর্তী ব্যঞ্জনের ধ্বনি দ্বিত্ব হয় (অতঃপর/অতোপ্পর, দুঃখ/দুখখো)।

- ৩ খণ্ড-ত (৭): খ--ত (৭)-কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্-চিহ্ন যুক্ত ত্-এর রূপভেদ মাত্র।
- ৪ বাংলা বর্ণমালায় একসময় দুটি 'ব' ছিল। বর্গীয়-ব এবং অন্তঃস্থ-ব আকৃতি ও উচ্চারণ একই বলে অন্তঃস্থ-ব কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই এখন 'ব' একটি।
- ৫ বাংলা বর্ণমালায় চন্দ্রবিন্দু অনুনাসিক স্বরধ্বনির চিহ্ন।

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ:

ধ্বনি	বাক্যপ্রত্যঙ্গ	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ
ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন	নিচের ঠোঁট, উপরের ঠোঁট	প, ফ, ব, ভ, ম
দন্ত্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা, উপরের পাটির দাঁত	ত, থ, দ, ধ
দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন	জিভের ডগা, দন্তমূল	ন, র, ল, স
মূর্ধন্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা, মূর্ধা	ট, ঠ, ড, ঢ, ঙ
তালব্য ব্যঞ্জন	জিভের সামনের অংশ, শক্ত তালু	চ, ছ, জ, ঝ, শ
কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন/বিজিমূলীয় ব্যঞ্জন	জিভের পেছনের অংশ, নরম তালু	ক, খ, গ, ঘ, ঙ
কণ্ঠনালী ব্যঞ্জন	ধ্বনিদ্বারের দুটি পাল্লা, ধ্বনিদ্বার	হাতি শব্দের হ কণ্ঠনালী ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ধ্বনির প্রতীককে কী বলে?
ক. শব্দ খ. বর্ণ
গ. বাক্য ঘ. অনুসর্গ
- ভাষার মূল উপাদান/ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে-
ক. বর্ণ খ. শব্দ
গ. ধ্বনি ঘ. বাক্য
- বাংলা বর্ণমালায় কতটি বর্ণ আছে/ বাংলা বর্ণমালায় কয়টি অসংযুক্ত বর্ণ আছে?
ক. ৪৭ খ. ৪৮
গ. ৪৯ ঘ. ৫০
- বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি? / বাংলা ভাষায় কয়টি বর্ণে মাত্রা নেই?
ক. ১১ খ. ৯
গ. ১০ ঘ. ৮
- নিচের কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনি/ কোনটি যুগ্ম স্বরধ্বনি?
ক. অ খ. আ
গ. ঐ ঘ. ঈ



এক কথায়

উত্তর

- কোন ভাষায় সাহিত্যের গাভীর ও অভিজাত্য প্রকাশ পায়?
- সাধু ভাষায়।
- সংস্কৃত ভাষা থেকে কোন ভাষার উৎপত্তি হয়েছে?
- হিন্দি।
- সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়?
- ক্রিয়া ও সর্বনাম।
- 'যে কথা একবার জমিয়ে বলা গিয়াছে, তাহার ফেনাইয়া ব্যাখ্যা করা চলে না।'
- চলিত ভাষায় এ বাক্যে ভুলের সংখ্যা কয়টি? - ৪টি।
- 'একদা মরণ-সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া কোন এক আরবীয় সাধক বলিয়াছিলেন'- এ বাক্যাংশটি কোন রীতিতে লিখিত?
- সাধু রীতিতে।
- উপভাষা (Dialect) কোনটি?
- অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের কথা।
- 'তিনি হাঁটিতে ভাবিতেছিলেন, শুধুমাত্র মনীষী-বাক্যই তো জীবনুত যুবসমাজের কল্যাণ বহিয়া আনিতে যথেষ্ট নহে।' - চলিত রীতিতে লেখা বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা।
- সাত।
- 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রহারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগিল' - সাধু ভাষায় লিখিত বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কয়টি?
- তিন।
- 'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলতে বুঝায়-
- সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ।
- 'অতঃপর বিভ্রান্তমুক্ত হয়ে রোগগ্রস্ত পিতা পুত্র সম্বন্ধে যা জানিতেন সবই খুলে বলিলেন।' - সাধু ভাষার বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কয়টি?
- চার।
- পৃথিবীতে বর্তমানে কতগুলো ভাষা প্রচলিত?
- আড়াই হাজার।
- 'সাধুভাষা' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন-
- রাজা রামমোহন রায়।
- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কয়টি শাখা?
- দুইটি।
- মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে বলে-
- ভাষা।
- ভাষার জগতে বাংলার স্থান কততম?
- ৬ষ্ঠ।
- ভাষার কোন রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম?
- প্রাকৃত।
- বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তর্গত?
- ইন্দো-ইউরোপীয়।
- বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল-
- সপ্তম শতাব্দী।
- ভাষার মৌলিক রীতি-
- বলার ও লেখার রীতি।



২০. বাংলা সাধু ভাষা বলতে বুঝায়-
- তৎসম শব্দবহুল ভাষার রীতি।
২১. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী?
- উপভাষা।
২২. কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট?
- সাধু ভাষা।
২৩. ভাষা প্রকাশের মাধ্যম কয়টি?
- ২টি।
২৪. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় কোন পদ?
- অব্যয়।
২৫. ভাষার কোন রীতিতে কেবলমাত্র লেখ্যরূপ ব্যবহৃত হয়?
- সাধু রীতি।
২৬. সাধুরীতিতে কোন পদটির দীর্ঘরূপ হয় না?
- অব্যয়।
২৭. ভারতীয় ভাষার নিদর্শন যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তার নাম-
- ঋগ্বেদ।
২৮. চলিত ভাষায় আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয়-
- প্রমিত ভাষা।
২৯. কোন অঞ্চলের মৌলিক ভাষাকে ভিত্তি করে চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে?
- কলকাতা।
৩০. ভাষার কোন রীতি পরিবর্তনশীল?
- চলিত রীতি।
৩১. ভাষার কোন রীতি তদ্ভব শব্দবহুল?
- চলিত রীতি।
৩২. ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়-
- সাধু ভাষারীতিতে।
৩৩. চলিত ভাষায় কোনটির রূপ সংক্ষিপ্ত হয়-
- অনুসর্গের।
৩৪. 'উহা' কোন রীতির শব্দ?
- সাধু।
৩৫. সাধু ভাষার শব্দে 'ঈ' এর স্থলে চলিত ভাষায় কোন কোমল রূপ ব্যবহৃত হয়?
- ঔ।
৩৬. পাণিনি কে ছিলেন?
- বৈয়াকরণ।
৩৭. উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা কোন সালে স্থাপিত হয়েছিল?
- ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে।
৩৮. ব্যাকরণ শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি?
- বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।
৩৯. বাগধারা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
- বাক্যতত্ত্বে।
৪০. কারক ও সমাস ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
- রূপতত্ত্বে।
৪১. ব্যাকরণের কাজ কী?
- ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা।
৪২. ব্যাকরণের প্রধান কাজ হচ্ছে-
- ভাষার বিশ্লেষণ।
৪৩. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন-
- এন.বি. হ্যালহেড।
৪৪. প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ-
- A Grammar of the Bengali Language
৪৬. 'ব্যাকরণ' কোন ভাষার শব্দ?
- সংস্কৃত।
৪৭. বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয়-
- রূপতত্ত্বে।
৪৮. ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয়-
- অর্থতত্ত্বে।
৪৯. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
- ধ্বনিতত্ত্বে।
৫০. নিচের কোনটি ব্যাকরণের পাণিনি ধারা?
- শাকতায়নী।
৫১. 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' কার লেখা?
- ড. মুহম্মদ এনামুল হক।
৫২. কোন শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়?
- সেন আমলে।
৫৩. কোন লিপি ডানদিক থেকে লেখা হয়?
- খরোষ্ঠী লিপি।
৫৪. ভারতীয় চিত্রলিপির দুটি প্রাচীন রূপ হলো-
- ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী।
৫৫. বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয় কাকে?
- চার্লস উইলকিন্স।
৫৬. বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে কখন?
- পাঠান আমলে।
৫৭. বাংলায় নাসিক্য ধ্বনি ক'টি?
- পাঁচটি।
৫৮. বাংলা স্বরধ্বনিতে মোট কয়টি মৌলিক স্বর আছে?
- ৭টি।
৫৯. বাংলায় স্বরধ্বনি আছে-
- এগারটি।
৬০. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?
- ৩৯টি।
৬১. বাংলা স্বরধ্বনিতে কয়টি হ্রস্বস্বর আছে?
- ৪টি।
৬২. মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?
- ৭টি।
৬৩. বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ কয়টি?
- ১১টি।
৬৪. বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ কয়টি?
- ৫০টি।
৬৫. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়?
- অ + ই।
৬৬. 'জ' হলো-
- তালব্য বর্ণ।
৬৭. 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাধা শব্দই ভাষার ইট' - এই 'ইট' কে বাংলা ভাষায় কী বলে?
- বর্ণ।

৬৮. 'ক্ষ' বর্ণটির বিশ্লেষণ হল-
- ক + ষ ।
৬৯. 'ক্ষ' যুক্ত বর্ণটি ভাঙলে কোন দুটি বর্ণ পাওয়া যায়?
- ষ + ণ ।
৭০. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয়-
- বর্ণ ।
৭১. অর্থবোধক ধ্বনিকে বলা হয়-
- শব্দের ক্ষুদ্রতম একক ।
৭২. বাংলা ভাষায় 'এঃ'-হরফটির উচ্চারণ কত প্রকারের হয়?
- দুই ।
৭৩. বাংলা ব্যাকরণে পরাশ্রয়ী বর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো?
- রং, চাঁদ, দুঃখ ইত্যাদি ।
৭৪. দুটি মৌলিক স্বরবর্ণ যোগে যে অক্ষর সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে?
- যৌগিক স্বর ।
৭৫. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা ব্যবহৃত হয় কয়টি বর্ণে?
- ৩২টি ।
৭৬. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কতটি?
- ৮টি ।
৭৭. 'ড' এবং 'ঢ' ধ্বনিগুলোকে বলে-
- তড়নজাত ।
৭৮. স্বরধ্বনির মধ্যে কোন দুটি মূল স্বরধ্বনি নয়?
- ঐ, ঔ ।
৭৯. জ্ঞ - যুক্তবর্ণটি কোন্ কোন্ বর্ণের মিলনে গঠিত হয়?
- জ + ঞ ।
৮০. পাশাপাশি দু'টো স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে?
- যৌগিক স্বরধ্বনি ।

৮১. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক-
- শব্দ ।
৮২. বাঙালি শিশুরা কোন বর্ণের ধ্বনিগুলো আগে শেখে?
- প-বর্ণের তড়নজাত ব্যঞ্জনধ্বনি ড, ঢ ।
৮৩. ভাষার মূল উপকরণ কী?
- ধ্বনি ।
৮৪. 'অ এবং আ' এর উচ্চারণ স্থান-
- কণ্ঠ ।
৮৫. 'হ' এই যুক্ত ব্যঞ্জে কোন কোন বর্ণ আছে?
- হ + ন ।
৮৬. 'রক্ষা' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
- ক + ষ ।
৮৭. 'স্পষ্টরূপে' শব্দটির বিশ্লেষণ-
- সু + স্পষ্ট + রূপ + এ
৮৮. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কতটি বর্ণে ভাগ করা হয়েছে?
- পাঁচ ।
৮৯. এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বলে-
- অক্ষর ।
৯০. 'মই' কথাটির ই-কে কী বলে?
- অর্ধস্বর ।
৯১. 'ঙ' ধ্বনিটির সঠিক উচ্চারণ-
- উয়ো ।
৯২. 'খণ্ডত' (৭) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খণ্ড রূপ?
- ত ।
৯৩. চ-বর্ণীয় ধ্বনির আগে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
- ঞ ।



Teacher's Work

০১. বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক) স্বরযন্ত্র খ) ফুসফুস
গ) দাঁত ঘ) উপরের সবকটি
০২. নিম্নবিত্ত স্বরধ্বনি কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক) আ খ) ই
গ) এ ঘ) অ্যা
০৩. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [৩৮, ৩৫তম বিসিএস]
ক) ৭টি খ) ৮টি
গ) ৬টি ঘ) ১১টি
০৪. 'বাবা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [৩৮তম বিসিএস]
ক) সংস্কৃত খ) হিন্দি
গ) অসমিয়া ঘ) তুর্কি
০৫. কোনটি শুদ্ধ বানান? [৩৮তম বিসিএস]
ক) স্বায়ত্তশাসন খ) সায়ত্তশাসন
গ) সায়ত্ত্বশাসন ঘ) স্বায়ত্ত্বশাসন
০৬. 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি কিভাবে গঠিত হয়েছে? [৩৮, ২৩তম বিসিএস]
ক) হ + ম খ) ক + ষ
গ) য + ম ঘ) ম + হ
০৭. বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
ক) চামার খ) ধারালো
গ) মোড়ক ঘ) পোষ্টাই
০৮. বর্ণের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
ক) তৃতীয় বর্ণ খ) দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
গ) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ ঘ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ
০৯. 'ঙ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
ক) যৌগিক স্বরধ্বনি খ) তালব্য স্বরধ্বনি
গ) মিলিত স্বরধ্বনি ঘ) কোনটিই নয়
১০. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি? [৩৬তম বিসিএস]
ক) ৭টি খ) ৯টি
গ) ১০টি ঘ) ৮টি
১১. 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কত? [৩৫তম বিসিএস]
ক) ব + ন + ধ + ন খ) বন্ + ধন্
গ) ব + ক্ষ + ন ঘ) বান + ধন
১২. নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? [৩৫তম বিসিএস]
ক) প্রাতিপাদিক খ) অপিনিহিতি
গ) অভিশ্রুতি ঘ) ধ্বনি-বিপর্যয়



১৩. নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি?

[৩০তম বিসিএস]

- ক) ভ খ) ঠ
গ) ফ ঘ) চ

১৪. বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে?

[২৯তম বিসিএস]

- ক) ব্রাসি হেলহেড খ) রাজা রামমোহন রায়
গ) নকুলেশ্বর বিদ্যাসাগর ঘ) মানুষেল ডি আসসুস্পাসাঁও

১৫. রাজা রামমোহন রায় রচিত ব্যাকরণের নাম কী?

[২৭তম বিসিএস]

- ক) গৌড়ীয় ব্যাকরণ খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ) ভাষা ও ব্যাকরণ ঘ) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

১৬. 'জীবনে জ্যাঠামি ও সাহিত্যে ন্যাকামি' সহ্য করতে পারতেন না-

[২৭তম বিসিএস]

- ক) বঙ্কিমচন্দ্র খ) সৈয়দ মুজতবা আলী
গ) প্রমথ চৌধুরী ঘ) প্রমথনাথ বিশী

১৭. কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন?

[২৬তম বিসিএস]

- ক) স্যার উইলিয়াম জোসনস্
খ) স্যার উইলিয়াম কেরী
গ) রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়
ঘ) ব্রাসি হেলহেড

১৮. 'ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' কে রচনা করেছেন?

[২২তম বিসিএস]

- ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ) মুহম্মদ এনামুল হক

১৯. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী?

[১৮তম বিসিএস]

- ক) কবিতার পঙ্ক্তিতে খ) গানের কলিতে
গ) গল্পের সংলাপে ঘ) নাটকের সংলাপে

২০. সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

[১৮তম বিসিএস]

- ক) ভাষাতত্ত্বে খ) ধ্বনিতত্ত্বে
গ) রূপতত্ত্বে ঘ) বাক্যতত্ত্বে

২১. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?

[১৮তম বিসিএস]

- ক) এগারটি খ) নয়টি
গ) দশটি ঘ) আটটি

২২. যে ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার, তাকে বলা হয়-

[১৭তম বিসিএস]

- ক) স্বরবৃত্ত খ) পয়ার
গ) মাত্রাবৃত্ত ঘ) অক্ষরবৃত্ত

২৩. সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য-

[১৫ ও ১৬তম বিসিএস]

- ক) তৎসম ও অতৎসম ব্যবহার
খ) ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপে
গ) শব্দের কথ্য ও লেখ্যরূপ
ঘ) বাক্যের সরলতা ও জটিলতায়

২৪. বাংলা লিপির উৎস কী?

[১৪তম বিসিএস]

- ক) খরোষ্ঠী লিপি খ) চীনা লিপি
গ) আরবি লিপি ঘ) ব্রাহ্মী লিপি

২৫. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?

[১৩তম বিসিএস]

- ক) চ ছ খ) ড ঢ
গ) ব ভ ঘ) দ ধ

২৬. বর্ণ হচ্ছে-

[১৪তম বিসিএস]

- ক) শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ খ) একসাথে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
গ) ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক ঘ) ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ

২৭. গুরুচণ্ডালী দোষযুক্ত কোনটি?

[১০তম বিসিএস]

- ক) শবপোড়া খ) মড়াদাহ
গ) শবদাহ ঘ) শবমড়া

২৮. বাংলা ভাষার প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন-

- ক) ম্যানুয়েল দ্য আসসুস্পাসাঁও
খ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ) ড. সুকুমার সেন
ঘ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

২৯. ব্যাকরণ ভাষাকে কি নির্দেশ করে?

- ক) ব্যাকরণ ভাষাকে চলতে
খ) ব্যাকরণ ভাষাকে শাসন করতে
গ) ব্যাকরণ ভাষাকে বলতে
ঘ) ব্যাকরণ ভাষাকে বর্ণনা করতে

৩০. 'ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' কে রচনা করেন?

- ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ) সুকুমার সেন

৩১. ৭-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

- ক) রূপতত্ত্বে খ) বাক্যতত্ত্বে
গ) ধ্বনিতত্ত্বে ঘ) অর্থতত্ত্বে

৩২. বাংলা ভাষার প্রথম বৈয়াকরণিক কে ছিলেন?

- ক) মনোএল ডি আসসুস্পাসাঁও
খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩৩. পানিনি কে ছিলেন?

- ক) ভাষাবিদ খ) ঋগ্বেদবিদ
গ) বৈয়াকরণিক ঘ) ঔপন্যাসিক

৩৪. সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি?

- ক) গুরুচ-ল খ) গুরুগম্ভীর
গ) অবোধ ঘ) দুর্বোধ

৩৫. নিচের কোনটি সাধুরীতির উদাহরণ?

- ক) তখন গভীর ছায়া নেমে আসে সর্বত্র
খ) তখন গভীর ছায়া নামিয়া আসিল সবখানে
গ) তখন গভীর ছায়া নামিয়া আসে সর্বত্র
ঘ) তখন গভীর ছায়া সর্বত্র ঢেকে গিয়েছে

৩৬. 'বুনো' কোন ভাষারীতির শব্দ?

- ক) সাধু ভাষা খ) কথ্য ভাষা
গ) আঞ্চলিক ভাষা ঘ) চলিত ভাষা

৩৭. বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?

- ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) প্রমথ চৌধুরী
গ) প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ) সমরেশ মজুমদার

৩৮. ভাষার মূল উপাদান কোনটি?

- ক) বর্ণ খ) বাক্য
গ) শব্দ ঘ) ধ্বনি

৩৯. ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?

- ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৬টি

৪০. ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি?

- ক) ৩৭ খ) ৩৯
গ) ৩১ ঘ) ৩৫

৪১. মহাপ্রাণ ঘোষণাধনি কোনটি?

- ক) ব খ) ট
গ) বা ঘ) থ

৪২. নিচের কোনটি অল্পপ্রাণ ধনি?

- ক) ঘ খ) ঠ
গ) প ঘ) থ

৪৩. কোন দুটি মহাপ্রাণ ধনি?

- ক) খ, বা খ) ক, খ
গ) ত, দ ঘ) চ, জ

৪৪. বাংলা ভাষার বর্গীয় বর্ণ কয়টি?

- ক) ২৫টি খ) ৩৯টি
গ) ২৬টি ঘ) ৪৯টি

৪৫. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?

- ক) এগারটি খ) নয়টি
গ) দশটি ঘ) আটটি

৪৬. আদিষ্ট অনুযায়ী অঙ্কবর্ণ পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসংগতি হবে?

- ক) পরাগত খ) মধ্যগত
গ) প্রগত ঘ) অন্যান্য

৪৭. ভারতীয় কোন লিপিমাল্য ডান দিক থেকে লেখা হয়-

- ক) হিন্দি খ) মারাঠি
গ) গুজরাটি ঘ) খরোষ্ঠী

৪৮. বাংলা লিপির ডিজাইনার কে?

- ক) উইলিয়াম কেরি খ) চার্লস উইলকিন্স
গ) পঞ্চানন কর্মকার ঘ) জর্জ গ্রিয়ার্সন

৪৯. বাংলা লিপি খোদাই-এর কাজ করেন কে?

- ক) উইলিয়াম কেরি খ) চার্লস উইলকিন্স
গ) পঞ্চানন কর্মকার ঘ) জর্জ গ্রিয়ার্সন

৫০. বাংলা লিপি প্রথম কার গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়?

- ক) উইলিয়াম কেরি খ) মানো-এল দ্যা-আসসুস্পাঁও
গ) রামমোহন রায় ঘ) এন বি হেলহেড

৫১. ভারতীয় চিত্রলিপির রূপ কয়টি?

- ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৫২. বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে কোন লিপি হতে?

- ক) ব্রাহ্মী লিপি খ) সংস্কৃতি লিপি
গ) হিন্দি লিপি ঘ) প্রাকৃত লিপি

৫৩. বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণের সংখ্যা কতটি?

- ক) সাতটি খ) পাঁচটি
গ) তিনটি ঘ) দুটি

৫৪. ঔষ্ঠ্য-নাসিক্য বর্ণ কোনটি?

- ক) ঙ খ) ঞ
গ) ণ ঘ) ম

৫৫. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ কয়টি?

- ক) ২৫টি খ) ১১টি
গ) ২টি ঘ) ৫টি

৫৬. কতটি ব্যঞ্জনকে স্পর্শ বর্ণ বলা হয়?

- ক) পাঁচটি খ) পঁচিশটি
গ) তিনটি ঘ) দুটি

৫৭. কোনটির উচ্চারণে কণ্ঠের সাহায্য প্রয়োজন?

- ক) ম খ) ঞ
গ) ণ ঘ) ঙ

৫৮. বাংলা বর্ণমালায় কতটি মাত্রাহীন স্বরবর্ণ আছে?

- ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ক	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	ক	০৬	ক	০৭	গ	০৮	খ	০৯	ক	১০	ঘ
১১	খ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	খ
২১	গ	২২	ক	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	খ
৩১	গ	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	ঘ	৩৭	খ	৩৮	ঘ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	গ	৪২	গ	৪৩	ক	৪৪	ক	৪৫	গ	৪৬	গ	৪৭	ঘ	৪৮	খ	৪৯	গ	৫০	ঘ
৫১	ক	৫২	ক	৫৩	গ	৫৪	ঘ	৫৫	গ	৫৬	খ	৫৭	ঘ	৫৮	গ				

Home Work

১। ভাষা কী?

- ক) শব্দের উচ্চারণ খ) ধ্বনির উচ্চারণ
গ) বাক্যের উচ্চারণ ঘ) ভাবের উচ্চারণ

২। নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের ভাব প্রকাশের প্রতীক কোনটি?

- ক) ভাষা খ) শব্দ
গ) ধ্বনি ঘ) বাক্য

৩। মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম কোনটি?

- ক) চিত্র খ) ভাষা
গ) ইঙ্গিত ঘ) আচরণ

৪। ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?

- ক) ৪টি খ) ৬টি
গ) ২টি ঘ) কোনটিই নয়

৫। প্রত্যেক ভাষারই তিনটি মৌলিক অংশ হলো-

- ক) ধ্বনি, শব্দ, বাক্য খ) ধ্বনি, শব্দ, বর্ণ
গ) শব্দ, বাক্য, সমাস ঘ) উপসর্গ, অনুসর্গ, শব্দ

৬। দেশ-কাল পরিবেশ ভেদে কিসের পার্থক্য ঘটে?

- ক) ধ্বনির খ) ভাষার
গ) অর্থের ঘ) শব্দের

- ৭। বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি/বাংলা ভাষারীতির কয়টি রূপ?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৬
- ৮। ‘সাধুভাষা’ পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন-
ক) রাজা মনিমোহন রায় খ) রাজা রামমোহন রায়
গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ) অক্ষয় কুমার দত্ত
- ৯। কোনটি চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য?
ক) গান্ধীর্ষ খ) ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলে
গ) তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার ঘ) প্রমিত উচ্চারণ
- ১০। কোন লেখক চলিত ভাষাকে মান ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন?
ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
গ) প্রমথ চৌধুরী ঘ) বুদ্ধদেব বসু
- ১১। সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী?
ক) কবিতার পঙ্ক্তিতে খ) গানের কলিতে
গ) গল্পের বর্ণনায় ঘ) নাটকের সংলাপে
- ১২। সাধু ভাষার সঙ্গে ‘ঈ’ এর স্থলে চলিত ভাষায় কোন কোমল রূপ ব্যবহার হয়?
ক) ং খ) ঙ
গ) গ ঘ) ঞ
- ১৩। “যে কথা একবার জমিয়ে বলা গিয়েছে, তাহার পর আর ফেনাইয়া ব্যাখ্যা করা চলে না।” চলিত ভাষায় এ বাক্যে ভুল সংখ্যা কয়টি?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫
- ১৪। “যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।”-এ সংজ্ঞাটি কার?
ক) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ) ড. এনামুল হক ঘ) ড. সুকুমার সেন
- ১৫। ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?
ক) বি+আ+√কৃ+অন খ) ব্য+আ+কৃ+√অন
গ) বৃ+কৃ+অন ঘ) ব্যা+ক+রন
- ১৬। ব্যাকরণ ভাষাকে কি নির্দেশ করে?
ক) ভাষাকে চলতে খ) ভাষাকে শাসন করে
গ) ভাষাকে বলতে ঘ) ভাষাকে বর্ণনা করে
- ১৭। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণবিদ কে ছিলেন?
ক) ম্যানুয়েল দ্য আসসুম্পসাঁও
খ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ) ড. সুকুমার সেন
ঘ) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
- ১৮। ‘The Origin and Development of the Bengali Language’ গ্রন্থটি রচনা করেছেন-
ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ) স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন
- ১৯। ‘ব্যাকরণ মঞ্জুরী’ কার লেখা?
ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) ড. মুহম্মদ এনামুল হক
গ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘ) মুহাম্মদ আবদুল হাই
- ২০। প্রথম বাংলা ‘খিসরাস’ বা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেন-
ক) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) মুহম্মদ এনামুল হক
গ) মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঘ) জগন্নাথ চক্রবর্তী
- ২১। বাংলা একাডেমির ‘বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান’ সম্পাদনা কে করেন?
ক) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) মুহম্মদ এনামুল হক
গ) মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ঘ) মুহম্মদ আবদুল হাই
- ২২। ‘বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান’ এর সম্পাদক কে?
ক) মুহম্মদ আবদুল হাই খ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ) মুহম্মদ এনামুল হক ঘ) আহমদ শরীফ
- ২৩। বাংলা একাডেমির ইংরেজি-বাংলা অভিধানের প্রধান সম্পাদক কে?
ক) ড. আনিসুজ্জামান খ) নরেন বিশ্বাস
গ) জিলুর রহমান সিদ্দিকী ঘ) আবু ইসহাক
- ২৪। ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ এর প্রণেতা-
ক) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস খ) মুহম্মদ এনামুল হক
গ) হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় ঘ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
- ২৫। ‘Morphology’ বঙ্গানুবাদ হল-
ক) রূপতত্ত্ব খ) ধ্বনিতত্ত্ব
গ) অর্থতত্ত্ব ঘ) বাক্যতত্ত্ব
- ২৬। রূপতত্ত্বের অপর নাম কী?
ক) বাক্যতত্ত্ব খ) পদক্রম
গ) ধ্বনিতত্ত্ব ঘ) শব্দতত্ত্ব
- ২৭। বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে কোন বিষয়টি আলোচনা করা হয়?
ক) সন্ধি খ) সমাস
গ) কার ঘ) প্রত্যয়
- ২৮। ‘সন্ধি’ ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক) রূপতত্ত্ব খ) ধ্বনিতত্ত্ব
গ) পদক্রম ঘ) বাক্য প্রকরণ
- ২৯। ‘ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব’ বিধান ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক) বাক্যতত্ত্ব খ) ধ্বনিতত্ত্ব
গ) অভিধানতত্ত্ব ঘ) রূপতত্ত্ব
- ৩০। ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ ইত্যাদি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক) ধ্বনিতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব
গ) বাক্যতত্ত্ব ঘ) পদক্রম
- ৩১। ব্যাকরণের কোন অংশে ‘কারক’ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়?
ক) ধ্বনিতত্ত্ব খ) অর্থতত্ত্ব
গ) বাক্যতত্ত্ব ঘ) রূপতত্ত্ব
- ৩২। বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয়-
ক) বাক্যতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব
গ) অর্থতত্ত্ব ঘ) ধ্বনিতত্ত্ব
- ৩৩। প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক) বাক্যতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব
গ) অর্থতত্ত্ব ঘ) ধ্বনিতত্ত্ব
- ৩৪। ‘বাগধারা’ ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ক) ধ্বনিতত্ত্ব খ) অর্থতত্ত্ব
গ) বাক্যতত্ত্ব ঘ) রূপতত্ত্ব
- ৩৫। ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় কোনটি?
ক) বাক্যতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব
গ) অর্থতত্ত্ব ঘ) ধ্বনিতত্ত্ব

৩৬। ভাষার মূল উপাদান/ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে-

- ক) বর্ণ খ) শব্দ
গ) ধ্বনি ঘ) বাক্য

৩৭। বর্ণ হচ্ছে-

- ক) শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ
খ) একসঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
গ) ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক
ঘ) ধ্বনির ক্ষতিগ্রাহ্য রূপ

৩৮। বাংলা বর্ণমালায় কতটি বর্ণ আছে/বাংলা বর্ণমালায় কয়টি অসংযুক্ত বর্ণ আছে?

- ক) ৪৭ খ) ৪৮
গ) ৪৯ ঘ) ৫০

৩৯। 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি?

- ক) ব+ন+ধ+ন খ) বন+ধন
গ) ব+ন্ধ+ন ঘ) বান+ধন

৪০। বাংলা ব্যঞ্জন কয়টি বর্ণ?

- ক) ৩৫ খ) ৩৭ গ) ৩৯ ঘ) ৪১

৪১। বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ কয়টি?

- ক) ১০ খ) ৮ গ) ১১ ঘ) ৩২

৪২। বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি/বাংলা ভাষায় কয়টি বর্ণে মাত্রা নেই?

- ক) ১১ খ) ৯ গ) ১০ ঘ) ৮

৪৩। বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণে মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?

- ক) ৬ খ) ৭ গ) ৯ ঘ) ১০

৪৪। বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি?

- ক) ৭ খ) ৯ গ) ৮ ঘ) ১০

৪৫। বাংলা স্বরধ্বনি কয়টি?

- ক) ৫ খ) ৭ গ) ৯ ঘ) ১১

৪৬। অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ কয়টি?

- ক) ১০টি খ) ৮টি গ) ৬টি ঘ) ১টি

৪৭। এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বলে-

- ক) শব্দ খ) বর্ণ গ) বাক্য ঘ) অক্ষর

৪৮। অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে কী বলে?

- ক) ধ্বনি খ) যতি গ) মাত্রা ঘ) ছেদ

৪৯। বাংলা ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত?

- ক) ৭ খ) ১১ গ) ৯ ঘ) ১৩

৫০। পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসাবে উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে/একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কী বলে?

- ক) মৌলিক স্বরধ্বনি খ) সমধ্বনি
গ) মূলধ্বনি ঘ) যৌগিক স্বরধ্বনি

৫১। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরবর্ণ কয়টি?

- ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৫টি ঘ) ৬টি

৫২। নিচের কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনি?

- ক) অ খ) আ গ) ঐ ঘ) ঐ

৫৩। কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' ধ্বনির সৃষ্টি হয়?

- ক) অ এবং ই খ) এ এবং ই
গ) অ এবং ঐ ঘ) উ এবং ই

৫৪। বাংলা স্বরধ্বনিতে কয়টি হ্রস্ব স্বর আছে?

- ক) ৫টি খ) ৪টি
গ) ৭টি ঘ) ৬টি

৫৫। উচ্চারণের সময় মুখ বিবর উন্মুক্ত থাকে বলে 'আ' কে কী ধ্বনি বলে?

- ক) হ্রস্বধ্বনি খ) বিবৃত স্বরধ্বনি
গ) সম্মুখ স্বরধ্বনি ঘ) পশ্চাৎ স্বরধ্বনি

৫৬। বাংলা ভাষায় স্পর্শ বর্ণের সংখ্যা কয়টি?

- ক) ২৩টি খ) ২৪টি
গ) ২৫ টি ঘ) ২৬টি

৫৭। ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে বলা হয়-

- ক) স্পর্শ ধ্বনি খ) উষ্ম ধ্বনি
গ) জিহ্বামূলীয় ধ্বনি ঘ) পরাশ্রয়ী ধ্বনি

৫৮। বাংলা বর্ণমালায় পর্বের সংখ্যা কত?

- ক) ১৬ খ) ১২ গ) ১৩ ঘ) ৫

৫৯। কোনটি উষ্ম বর্ণ?

- ক) হ খ) ঙ গ) ঞ ঘ) ণ

৬০। কোনটি ওষ্ঠ্য ধ্বনি?

- ক) ম খ) ঙ গ) চ ঘ) ও

৬১। 'ঙ' ধ্বনিটির সঠিক উচ্চারণ-

- ক) উম্যো খ) উম্যা
গ) উয়ো ঘ) ইয়ো

৬২। পরাশ্রয়ী বর্ণ কোনটি?

- ক) ম খ) ন গ) ঙ ঘ) ঞ

৬৩। বাংলা ব্যাকরণে পরাশ্রয়ী বর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো?

- ক) অম্র, বৃহৎ, মিঞা খ) আয়না, হরিণ, ঋণ
গ) রং, চাঁদ, দুঃখ ঘ) শিউলি, উচিত, বৃষ

৬৪। 'র' কোন জাতীয় ধ্বনি?

- ক) পার্শ্বিক ধ্বনি খ) তাড়নজাত ধ্বনি
গ) কম্পনজাত ধ্বনি ঘ) স্পর্শ ধ্বনি

উত্তরপত্র

১	ঘ	২	ক	৩	খ	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	খ	৯	ঘ	১০	গ
১১	ঘ	১২	খ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	খ	২০	খ
২১	ক	২২	গ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	খ	৩০	খ
৩১	ঘ	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	গ	৩৭	গ	৩৮	ঘ	৩৯	খ	৪০	গ
৪১	ঘ	৪২	গ	৪৩	ক	৪৪	গ	৪৫	ঘ	৪৬	ঘ	৪৭	ঘ	৪৮	গ	৪৯	ক	৫০	ঘ
৫১	ক	৫২	গ	৫৩	ক	৫৪	খ	৫৫	খ	৫৬	গ	৫৭	ক	৫৮	ঘ	৫৯	ক	৬০	ক
৬১	গ	৬২	গ	৬৩	গ	৬৪	গ												



Self Study

০১। পার্শ্বিক ব্যঞ্জননের উদাহরণ কোনটি?

- ক) হ খ) শ
গ) ও ঘ) ল

০২। তাড়নজাত ব্যঞ্জনধ্বনি কোনটি?

- ক) ক, খ খ) চ, ছ
গ) ড, ঢ ঘ) প, ফ

০৩। 'খণ্ডত' (৭) প্রকৃত প্রজ্ঞাবে কোন বর্ণের খণ্ড রূপ?

- ক) খ খ) ত
গ) দ ঘ) ধ

০৪। 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি?

- ক) যৌগিক স্বরধ্বনি খ) তালব্য স্বরধ্বনি
গ) মিলিত স্বরধ্বনি ঘ) কোনটি নয়

০৫। 'লক্ষণ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ-

- ক) লোক্‌খন্ খ) লক্‌খোন্
গ) লোক্‌খোন্ ঘ) লক্‌খন্

০৬। নিচের কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন?

- ক) উ খ) ঊ
গ) আ ঘ) ঐ

০৭। 'ক' বর্ণের ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ স্থান কোনটি?

- ক) জিহ্বামূল খ) অগ্রতালু
গ) পশ্চাদন্তমূল ঘ) অগ্রদন্তমূল

০৮। 'আহ্বান' এর প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি?

- ক) আহ্বান খ) আহ্ বান
গ) আওভান ঘ) আব্বান

০৯। যেটিতে বাংলা বর্ণের যথার্থ ক্রম অনুসৃত হয়নি-

- ক) ঙ, উ, ঊ, ঋ খ) র, ল, ব, ষ
গ) ফ, ব, ভ, ম ঘ) ঙ, চ, ছ, জ

১০। 'অক্ষর' হচ্ছে-

- ক) শব্দের অংশ খ) পদের অংশ
গ) বাক্যের অংশ ঘ) ধ্বনির অংশ

১১। নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি?

- ক) ভ খ) ঠ
গ) ফ ঘ) চ

১২। কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?

- ক) চ ছ খ) ড ঢ
গ) ব ভ ঘ) দ ধ

১৩। কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?

- ক) গ ঘ খ) দ ধ
গ) প ফ ঘ) জ ঝ

১৪। কোনটি অঘোষ ধ্বনি?

- ক) ক খ) গ
গ) ঘ ঘ) জ

১৫। নিচের কোন ধ্বনিটি ঘোষ?

- ক) চ খ) খ
গ) প ঘ) দ

১৬। কোন দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি?

- ক) খ, ঝ খ) ক, খ
গ) ত, দ ঘ) চ, জ

১৭। মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি কোনটি?

- ক) ব খ) ট
গ) ভ ঘ) থ

১৮। বর্ণের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি?

- ক) তৃতীয় বর্ণ
খ) দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
গ) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ
ঘ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ

১৯। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?

- ক) ফলা খ) ধ্বনি
গ) কার ঘ) স্বর

২০। ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?

- ক) ফল খ) ফলা
গ) কার ঘ) অক্ষর

২১। 'রক্ষা' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?

- ক) ষ+ঞ খ) ক+থ
গ) ষ+ক ঘ) ক+ঘ

২২। 'ক্ষ' এর বিশিষ্ট রূপ-

- ক) ক্ষ+ম খ) খ+হ+ম
গ) ক+ষ=ণ ঘ) ক+ঘ

২৩। 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি কিভাবে গঠিত হয়েছে?

- ক) হ+ম খ) ক+ঘ
গ) ষ+ম ঘ) ম+হ

২৪। 'ক্ষ' যুক্ত বর্ণটি ভাঙলে কোন দুটি বর্ণ পাওয়া যায়?

- ক) ষ+ণ খ) ষ+ঞ
গ) ষ+ন ঘ) ষ+ঙ

২৫। 'জ্ঞ' যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণের মিলনে গঠিত হয়?

- ক) গ+ঞ খ) এ+জ
গ) এ+চ ঘ) জ+ঞ

২৬। 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি?

- ক) জ+ঞ খ) এ+গ
গ) এ+জ ঘ) গ+ঞ

২৭। যথাক্রমে ষ ও হ এর বিশিষ্ট রূপ দেখান।

- ক) ষ+ঞ, হ+ণ খ) ষ+ন, হ+ণ
গ) ষ+ণ, হ+ন ঘ) ষ+ন, হ+ন

২৮। 'থ' সংযুক্ত বর্ণটিতে কোন কোন বর্ণ রয়েছে?

- ক) ল+ত খ) ল+থ
গ) ত+থ ঘ) থ+ত

২৯। 'তৃষ্ণা' শব্দে কোন কোন বর্ণ আছে?

- ক) ত+র+ষ+এ+আ খ) ত+র+ষ+ন+আ
গ) ত+র+ক+ষ+আ ঘ) ত+ঋ+ষ+ণ+আ

৩০। 'সুস্পষ্টরূপে' শব্দটির কোন বিশেষণ ঠিক?

- ক) সুস্পষ্ট+রূপে খ) সু+স্পষ্ট+রূপ+পে
গ) সু+স্পষ্ট+রূপ+এ ঘ) সুস্পষ্ট+রূপ+এ

৩১। 'ঋ' যুক্তাক্ষরে কোন ২ বর্ণ রয়েছে?

- ক) দ+ব খ) দ+দ
গ) দ+ত ঘ) দ+ধ

৩২। 'ক্ষ' যুক্তাক্ষরটি কোন দুটি বর্ণের সংযোগে জাত?

- ক) খ+য খ) ম+হ
গ) ক+স ঘ) ক+ষ

৩৩। বাংলা ভাষায় 'এঃ' হরফটির উচ্চারণ কত প্রকারের হয়?

- ক) এক খ) দুই
গ) তিন ঘ) চার

৩৪। 'জ্জ' যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?

- ক) এঃ+ন খ) জ্+ণ
গ) এঃ+জ ঘ) ন্+জ

উত্তরপত্র

০১	ঘ	০২	গ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	গ	০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	খ	১০	ক
১১	ঘ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ক	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	গ	১৮	খ	১৯	গ	২০	খ
২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	গ
৩১	ঘ	৩২	ঘ	৩৩	খ	৩৪	গ												

Class

Exam

১. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনির সমষ্টিকে বলে-

- ক. বর্ণ খ. শব্দ
গ. বাক্য ঘ. ভাষা

২. সাধু ও চলিত রীতি বাংলা ভাষার কোনরূপে বিদ্যমান?

- ক. আঞ্চলিক খ. উপভাষা
গ. লেখ্য ঘ. কথ্য

৩. কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট?

- ক. চলিত রীতি খ. কথ্য রীতি
গ. লেখ্য রীতি ঘ. সাধু রীতি

৪. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়-

- ক. অব্যয় খ. সম্বোধন পদ
গ. সর্বনাম ঘ. ক্রিয়া

৫. ভাষার কোন রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় অনুপযোগী?

- ক. চলিত রীতি খ. আঞ্চলিক রীতি
গ. কথ্য রীতি ঘ. সাধু রীতি

৬. ব্যাকরণের প্রধান কাজ হচ্ছে-

- ক. ভাষার নিয়ম প্রতিষ্ঠা
খ. ভাষার শৃঙ্খলা
গ. ভাষার বিশ্লেষণ
ঘ. ভাষার উন্নতি

৭. রাজা রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?

- ক. মাগধীয় ব্যাকরণ
খ. গৌড়ীয় ব্যাকরণ
গ. মাতৃভাষা ব্যাকরণ
ঘ. ভাষা ও ব্যাকরণ

৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?

- ক. ব্যাকরণ কৌমুদী
খ. ব্যাকরণ মঞ্জুসা
গ. মুক্তবোধ ব্যাকরণ
ঘ. অষ্টাধ্যায়ী

৯. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

- ক. রূপতত্ত্ব
খ. ধ্বনিতত্ত্ব
গ. পদক্রম

১০. তালব্য বর্ণ কোনগুলি?

- ক. স, ও, ঘ, ত
খ. হ, জ, ঞ, য
গ. খ, উ, ম, ল
ঘ. র, ড, ঢ, ভ



উত্তরমালা

১	ঘ
২	গ
৩	ঘ
৪	ক
৫	ঘ
৬	গ
৭	খ
৮	ক
৯	খ
১০	খ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি **iddabari** কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলা অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।

